ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

(সারসংক্ষেপ)

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৪ নভেম্বর, ২০২৫

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মো. মাহ্‌ফুজুল হক, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভার্নেন্স, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা পরিচালনা

মো. মাহ্‌ফুজুল হক, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, (টিআইবি)*
মো. সহিদুল ইসলাম, *রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, (টিআইবি)*

গবেষণা সহকারী

মাজহারুল ইসলাম হৃদয়, *গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, (টিআইবি)*
নিথরা মেহরাব, *গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, (টিআইবি)*
নুসরাত তাসনিম প্রমি, *গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, (টিআইবি)*

কৃতজ্ঞতা

বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও মতামত দিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, এবং টিআইবি'র নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যেদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা ও সম্পাদনা এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবেদনের উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখার জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই গবেষণা সহকারী ইসরাত রুবাবা তাহসীন এবং রাইয়ান নাফিজাকে।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন:(+৮৮০-২)৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম (ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স, ২০২১)। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে নবম (ওয়ার্ল্ড রিস্ক ইনডেক্স, ২০২৩)। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপির দুই শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ২১০০ সাল নাগাদ এই হার বৃদ্ধি পেয়ে হবে নয় শতাংশ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের ১৭ শতাংশ ভূমি তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং একই সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে দেশের মোট উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হ্রাস পাবে। সরকার জলবায়ু পরিবর্তনকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে তা মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বিবিধ নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি, ২০০৯), জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি) ২০২১, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (২০২২-২০৪১), জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩-২০৫০), বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান-২০২১। এ সকল নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) তহবিল গঠন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করছে। পাশাপাশি, এ সকল তহবিল থেকে প্রকল্পের মাধ্যমে অভিযোজন এবং প্রশমন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনাসমূহে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং তা অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণে বিবিধ অসংগতি বিদ্যমান। প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে চাহিদার বিপরীতে কম বরাদ্দ, বাস্তবায়ন এলাকা নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা, ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তাকে কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এসকল তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি, প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে দীর্ঘসূত্রতা, ও অনিয়ম-দুর্নীতিসহ বিবিধ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান যা বিগত বছরগুলোতে টিআইবি'র গবেষণাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। জলবায়ু তহবিল অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে সুশাসন বিষয়ক টিআইবি'র ধারাবাহিক গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম রয়েছে। তবে, জলবায়ু খাতের টিআইবি'র পূর্বের গবেষণাগুলো সুনির্দিষ্ট তহবিল এবং প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত হলেও বাংলাদেশে জলবায়ু খাতে সুশাসনের সার্বিক চিত্র সম্বলিত গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলের আওতায় বাংলাদেশে গৃহীত বিবিধ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও ফলাফল সুশাসনের আঙ্গিকে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণাটি করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন পর্যালোচনা করা। এছাড়াও গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো;

১. বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা
২. বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সুশাসন পর্যালোচনা করা
৩. বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিত করা
৪. গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান করা

গবেষণার পরিধি

২০০৩-২০২৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে বাস্তবায়িত মোট ১২টি তহবিল এবং ৯৪২টি প্রকল্পের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে (২০১৫-২০২৪ বছর)। গবেষণাটি মূলত উন্মুক্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তহবিল ও প্রকল্প সংক্রান্ত উন্মুক্ত উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে প্রয়োজন অনুসারে গুণগত তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে। উৎস অনুযায়ী তথ্যের ধরন ও তথ্যের উৎসসহ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ১: তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম কর্মী, বিসিসিটি প্রতিনিধি, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি
তহবিল ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংকলন	**জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ:** টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন, এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাজেট সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ (২০১৫-২০২৪ বছর) **জাতীয় তহবিল:** বিসিসিটি'র ৮৯১টি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (১০ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) **আন্তর্জাতিক তহবিল:** তহবিলসমূহের ওয়েবসাইট, তহবিল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং ক্লাইমেট ফান্ড আপডেটসহ বিভিন্ন উন্মুক্ত উৎসে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বাস্তবায়িত ৫১টি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (১০ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)
পর্যালোচনা	প্রাসঙ্গিক গবেষণা, সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও সংশ্লিষ্ট নথি, আইন ও নীতি, পরিকল্পনা, অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা, জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ইত্যাদি

গবেষণার সময়

জুন ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫ সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য

গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কিংবা এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, বিসিসিটি'র প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মীদের নিকট হতে গুণগত তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য

গবেষণাটি মূলত পরোক্ষ তথ্যের উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংকলন করে তিনটি ডাটাবেইস তৈরি করে গবেষণার উদ্দেশ্যে অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনটি ডাটাবেইস হলো:

জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ: টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাজেট এবং তথ্য প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

জাতীয় তহবিল: বিসিসিটি'র ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে ৮৯১টি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (১০ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)

আন্তর্জাতিক তহবিল: তহবিলসমূহের ওয়েবসাইট, তহবিল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং ক্লাইমেট ফান্ড আপডেটসহ বিভিন্ন উন্মুক্ত উৎসে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বাস্তবায়িত ৫১টি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (১০ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)

তাছাড়া, বিভিন্ন পরোক্ষ উৎস যেমন সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও নির্দেশিকা, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও তথ্য, বিসিসিটি'র পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ইত্যাদি। পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Stata, Python সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত ডাটাবেইসের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলত বিভিন্ন সূচক ও চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে। Spearman's Rank Correlation Coefficient ব্যবহার করে জেলা ভিত্তিক বিপদাপন্নতার মাত্রা ও অনুমোদনকৃত অর্থের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের সাতটি সূচকের আলোকে পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ২: বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের নির্দেশক ও অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ
আইন ও নীতির প্রতিপালন	**পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা:** জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি); জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান; জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা; টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩; সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি; ডেল্টা প্ল্যান ২১০০; ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান ২০২১
	তহবিল সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি, পরিকল্পনা ও নির্দেশিকা পর্যালোচনা: বিসিসিএসএপি; জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা; তহবিলসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি/নির্দেশিকা
সংগতি	থিম ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ; বিপদাপন্নতা বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দ; ঝুঁকি বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দ
কার্যকরতা	অর্থ বরাদ্দ; অর্থায়নের ধরন; অর্থ ছাড়; মন্ত্রণালয়ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ
স্বচ্ছতা	তহবিল ও প্রকল্পসমূহের তথ্যের উন্মুক্ততা
জবাবদিহি	তহবিল ও প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ; মূল্যায়ন, নিরীক্ষা; নথি ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	তহবিল ও প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে অংশীজনের অংশগ্রহণ; তহবিল ও প্রকল্পসমূহের আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও বিভিন্ন অংশীজনের সাথে সমন্বয়
অনিয়ম ও দুর্নীতি	প্রকল্প গ্রহণ ও বাতিল; স্বার্থের দ্বন্দ্ব; অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, কারণ এবং মাত্রা

নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঘাটতি

চাহিদার বিপরীতে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ বরাদ্দে ঘাটতি: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে অর্থের চাহিদার বিপরীতে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। বার্ষিক প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় বার্ষিক গড় বরাদ্দ কম প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনাভেদে প্রতি বছর বরাদ্দ ঘাটতি ৮.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ০.৯৪ বিলিয়ন ডলার (সারণি ৩)।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল এবং উন্নয়ন সহযোগী থেকে অর্থ সংগ্রহে ঘাটতি বিদ্যমান: ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে প্রতি বছর দুই বিলিয়ন ডলার জিসিএফ থেকে সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ডেল্টা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ জিসিএফ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেনি। এছাড়া, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ) বাস্তবায়নের জন্য জলবায়ু তহবিল ও উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে বছরে ছয় বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও অর্থ সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি (সারণি ৩)।

অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চাহিদা নির্ধারণ ও বরাদ্দ প্রদানে ঘাটতি: ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে ঘাটতি বিদ্যমান। পরিকল্পনায় জেন্ডার রেসপন্সিভ জলবায়ু অর্থায়নের চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বরাদ্দের পরিমাণও নগণ্য। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২৫ সময়ে বরাদ্দ এক শতাংশের কম। অন্যদিকে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে (জলবায়ু পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট) অর্থায়নের চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। ২০১৫-২০২৪ পর্যন্ত সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ গড়ে ০.৬ বিলিয়ন ডলার (১০.১ শতাংশ) এবং বরাদ্দ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে (সারণি ৩)।

সারণি ৩ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঘাটতি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা	মোট প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় অর্থ (বিলিয়ন ডলার)	বার্ষিক প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় অর্থ (বিলিয়ন ডলার)	বার্ষিক গড় বরাদ্দ (বিলিয়ন ডলার)/সময়	বরাদ্দ ঘাটতি/বছর (বিলিয়ন ডলার;%)
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯ (প্রথম পাঁচ বছর)	**৫ বিলিয়ন**	**১.০**	**০.০৬ (২০১০-২০১৪)**	**০.৯৪ (৯৪.০%)**
জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি)-এর অভিযোজন (২০১৫-২০৩০)	**২৯.৪**	**১.৯৬**	**১.৪৭ (২০১৬-২০২২)**	**০.৪৯ (২৫.০%)**

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি)-এর প্রশমন (২০১১-২০৩০)	১৮.৯০	০.৯৫	০.১৯ (২০১৬-২০২২)	০.৭৬ (৮০.০%)
জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ, ২০২৩ - ২০৫০)	২৩০	৮.৫	৩.৬ (২০২৪)	৪.৯ (৫৭.৬%)
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৩ (২০১৬-২০৩০)	১৬৩.২	১১.৭	৩.২ (২০১৬-২০৩০)	৮.৫ (৭২.৭%)
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ (২০১৮-২০৩০)	৩৭	জিডিপি ২.৫%	জিডিপি ০.৮% (২০১৯-২০২৪)	১.৭% (৬৮.০%)
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত)	অনির্ধারিত		০.৬ (২০১৫-২০২৪)	
ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যানের (২০২১) আলোকে জলবায়ু খাতে জেন্ডারভিত্তিক বরাদ্দ	অনির্ধারিত		০.০০০৮ (২০২৫)	

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ এর সীমাবদ্ধতা

২০০৯ সাল-পূর্ববর্তী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে বিসিসিএসএপি ২০০৯ সালে প্রস্তুত করা হয়। গত ১৬ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপকতা, প্রভাব এবং স্থানিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হলেও কৌশলপত্রটি হালনাগাদ করা হয়নি। পরিকল্পনায় শুধু প্রথম পাঁচ বছর (২০১০-২০১৪) সময়ের অর্থায়নের চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে। জলবায়ু খাতে নতুন বিষয় যেমন সবুজ অর্থায়ন ও ক্ষয়-ক্ষতির (Loss and Damage) বিষয়গুলো পরিকল্পনায় গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া, জলবায়ু খাতে তরুণ ও যুবসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে জলবায়ু সংবেদনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

জাতীয় তহবিল (বিসিসিটি) বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতি

জাতীয় তহবিলের (বিসিসিটি) অর্থ বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নেই। বিশেষ করে, ঝুঁকির বিপরীতে এলাকাভিত্তিক প্রকল্পের চাহিদা এবং অর্থের চাহিদার নিজস্ব সমীক্ষা নেই। একটি অর্থবছরে বরাদ্দযোগ্য অর্থের খাতভিত্তিক (অবকাঠামো, প্রশমন, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) অগ্রাধিকার নির্ধারণের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া, তহবিলটিতে খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার অনুসারে প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বানের নিজস্ব ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগীতাভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রকল্প অনুমোদনের পদ্ধতি নেই।

জাতীয় তহবিল (বিসিসিটি) থেকে প্রকল্পের বিপরীতে অর্থ বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা

বিসিসিটি থেকে ১৫ কোটি টাকার বেশি প্রকল্প অনুমোদন করার বিধান নেই। ফলে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্ভাবনীমূলক, দৃষ্টান্তমূলক এবং অনুকরণীয় প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল হয় না। ফলে তহবিলটির কার্যক্রমের সাথে পরিচিত নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভাসমূহের স্বল্পমেয়াদি এবং গতানুগতিক অবকাঠামো এবং সৌর সড়ক বাতিসংক্রান্ত প্রকল্প অনুমোদন পায়।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০-এর সীমাবদ্ধতা

ট্রাস্টের জনবল নিয়োগের এখতিয়ার নেই

ট্রাস্ট আইনে জনবল নিয়োগ এবং পদোন্নতি সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই। এই আইনের আওতায় নিজস্ব নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়নি। নিয়োগ এবং পদোন্নতি সংক্রান্ত এখতিয়ার না থাকলেও ২০১৩ সালে ৮২ জন ও ২০১৭ সালে ১৫০ জনের জনবল কাঠামো বিসিসিটি ট্রাস্টি বোর্ড অনুমোদন করে। এক্ষেত্রে, অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের নিয়ম থাকলেও দুইটি ক্ষেত্রেই ট্রাস্ট তা গ্রহণ করেনি। নিয়োগ ও পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি বৈধ করার জন্য অর্থ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কাছে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠালেও অর্থ বিভাগ কোনো মতামত প্রদান করেনি। বৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার কারণে বিসিসিটি'র প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং পদোন্নতি আটকে আছে।

আইনের আওতায় তহবিল ব্যবস্থাপনার পরিপূর্ণ নির্দেশিকা নেই

ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলীর আওতায় ট্রাস্টের মোট অর্থ ব্যবহারে একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা থাকলেও তহবিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যেমন ব্যাংকে জমাকৃত ৩৪ শতাংশ অর্থ ও সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার এবং প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের আলাদা নির্দেশিকা নেই। কর্মীদের দায়িত্বসহ জনবল কাঠামোসংক্রান্ত আলাদা বিধি বা নির্দেশিকা নেই।

তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অসম্পূর্ণ

মাঠ পরিদর্শন এবং কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে প্রকল্পের অর্থ চার কিস্তিতে ছাড় করার কথা বলা হলেও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে বিসিসিটি কর্তৃক সকল প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হয় না। এমন ক্ষেত্রে কি শর্তে অর্থ ছাড় করা হয় তার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। তহবিলটিতে তৃতীয় পক্ষের স্বাধীন প্রকল্প তদারকির বিধান নেই। এছাড়া, প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে কোন স্তরেই জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতে বিসিসিটি'র কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই।

তহবিলসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি ও নির্দেশিকার ঘটতি

১২টি জলবায়ু তহবিলের মধ্যে বিসিসিটি, জিসিসিএ এবং এএসএপি'র আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ প্রভাব সমীক্ষার নীতি নেই। বিসিসিটি, বিসিসিআরএফ ও জিসিসিএ-তে আংশিক অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা রয়েছে। হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা নীতি বিসিসিটি ছাড়া বেশিরভাগ তহবিলে রয়েছে এবং জেন্ডার রেসপন্সিভ জলবায়ু অর্থায়ন নীতি বিসিসিআরএফ ছাড়া বাকি তহবিলগুলের আছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, জাতীয় তহবিল বিসিসিটিতে জবাবদিহি নিশ্চিতের প্রয়োজনীয় নীতি ও নির্দেশিকার ঘটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে, বিসিসিআরএফ, জিসিসিএ, ইউএন-রেড ব্যতীত আন্তর্জাতিক তহবিলগুলোতে জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় নীতি ও নির্দেশিকাসমূহ বিদ্যমান।

তহবিলসমূহে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নীতি ও নির্দেশিকার ঘাটতি

জাতীয় তহবিলের অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর আইন ও নীতির ঘাটতি বিদ্যমান যেমন স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধের নীতি এবং দুর্নীতিতে হারানো তহবিল ফেরত পাওয়ার নীতি নেই। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক তহবিলে দুর্নীতি প্রতিরোধের নীতিসমূহ থাকলেও সিটিএফ, পিপিসিআর এবং এসআরইপিতে দুর্নীতিতে হারানো তহবিল ফেরত পাওয়ার নীতি নেই। অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে ব্যবস্থা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে তা বাস্তবায়নে দুর্বলতা রয়েছে।

তহবিলসমূহে অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে নীতি ও নির্দেশিকার ঘাটতি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি, পর্যবেক্ষকদের মতামত গ্রহণ এবং স্থানীয়/ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে বিসিসিটি, বিসিসিআরএফ, সিটিএফ, পিপিসিআর, এসআরইপিতে প্রয়োজনীয় নীতি ও নির্দেশিকা নেই। প্রান্তিক/আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির নীতি নেই বিসিসিটি, সিটিএফ, পিপিসিআর, এসআরইপিতে। এছাড়া, বিসিসিটি, বিসিসিআরএফ, সিটিএফ এবং পিপিসিআর, এসআরইপিতে স্থানীয়/ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ নীতি অনুপস্থিত রয়েছে।

তহবিলসমূহে সংগতি

বিসিসিএসএপি'র থিমভিত্তিক বরাদ্দের অসংগতি

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ এর উদ্দেশ্যগুলো অর্জন। তাই বিসিসিটি'র প্রকল্প বিসিসিএসএপি'র ছয়টি থিমের আওতায় গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। থিমগুলো হলো: (ক) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, (খ) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, (গ) অবকাঠামো, (ঘ) গবেষণা ও অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার বা ব্যবস্থাপনা, (ঙ) প্রশমন এবং কার্বন সাশ্রয়ী উন্নয়ন, (চ) সক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি। তবে বিসিসিটি থেকে অবকাঠামো ও প্রশমন এবং কার্বন সাশ্রয়ী উন্নয়ন থিমে নির্ধারিত সর্বোচ্চ প্রকল্প গ্রহণের সিলিং/সীমার অধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অবকাঠামো ও প্রশমন খাতে যথাক্রমে ২০ শতাংশ এবং ১৫ শতাংশ হারে তহবিল বরাদ্দের নির্দেশনা থাকলেও এই দুই থিমের অধীনে তহবিল বরাদ্দের হার যথাক্রমে ৫৭.৮ শতাংশ ও ২৩.৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে অবকাঠামোর আওতায় আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণ, এবং প্রশমনের আওতায় সৌর সড়ক বাতি স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

অন্যদিকে গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে কম বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। গবেষণার জন্য এ থিমে সর্বাধিক ২৫ শতাংশ তহবিল বরাদ্দের নির্দেশনা প্রদান করা হলেও বর্তমানে গবেষণা থিমে বরাদ্দের হার ৪ শতাংশ।

জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দে অসংগতি

জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও বরাদ্দের পরিমাণের মধ্যে অসংগতি বিদ্যমান। স্থান ভেদে বিপদাপন্নতা'র (vulnerability) মাত্রা ভিন্ন হলেও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় তহবিল থেকে প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা হয়নি। অধিক বিপদাপন্ন এলাকায় জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি থেকে কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

তহবিল বরাদ্দে অধিক বিপদাপন্ন এলাকায় কম গুরুত্ব প্রদান

জাতীয় তহবিলের বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অধিক বিপদাপন্ন জেলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বিপদাপন্ন জেলাগুলো অধিক বরাদ্দ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রাম জেলার বিপদাপন্নতার ধাপ নিম্ন (বিপদাপন্নতা স্কোর ০.৪৬) হলেও সর্বোচ্চ ৪১.৬৭ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিলের বরাদ্দ বিপদাপন্নতার মাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় (সারণি ৪)।

সারণি ৪: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপদাপন্নতার স্কোর এবং জেলাভিত্তিক বরাদ্দ

জাতীয় তহবিল				আন্তর্জাতিক তহবিল			
বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পাঁচটি জেলা	বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার)	বিপদাপন্নতার স্কোর	বিপদাপন্নতার ধাপ	বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পাঁচটি জেলা	বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার)	বিপদাপন্নতার স্কোর	বিপদাপন্নতার ধাপ
চট্টগ্রাম	৪১.৬৭	০.৪৬	নিম্ন	বরগুনা	৫১.৩৪	০.৫১	উচ্চ
ভোলা	৩৩.৮৯	০.৫৩	উচ্চ	সাতক্ষীরা	৪৬.৭৩	০.৫১	উচ্চ
পিরোজপুর	২৪.৬৫	০.৫০	মাঝারি	ভোলা	৪৪.০৫	০.৫৩	উচ্চ
ঢাকা	২২.৯৩	০.৪৪	সর্বনিম্ন	খুলনা	৪১.২৫	০.৫২	উচ্চ
বরিশাল	১৫.৮১	০.৫৩	উচ্চ	পটুয়াখালী	৩৯.৪৯	০.৫৭	সর্বোচ্চ

জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং অর্থ বরাদ্দের ভিত্তিতে অসামঞ্জস্যতা

জাতীয় তহবিল বরাদ্দে বিপদাপন্নতার মাত্রা অনুযায়ী অর্থ বণ্টন হয়নি। কিছু কম বিপদাপন্ন জেলা যেমন চট্টগ্রাম ও ঢাকা তুলনামূলকভাবে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিল বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে বেশি বিপদাপন্ন জেলা যেমন বরগুনা, খুলনা ও সাতক্ষীরার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

চিত্র ১: জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের মধ্য অসামঞ্জস্যতা (তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের ভিত্তিতে)

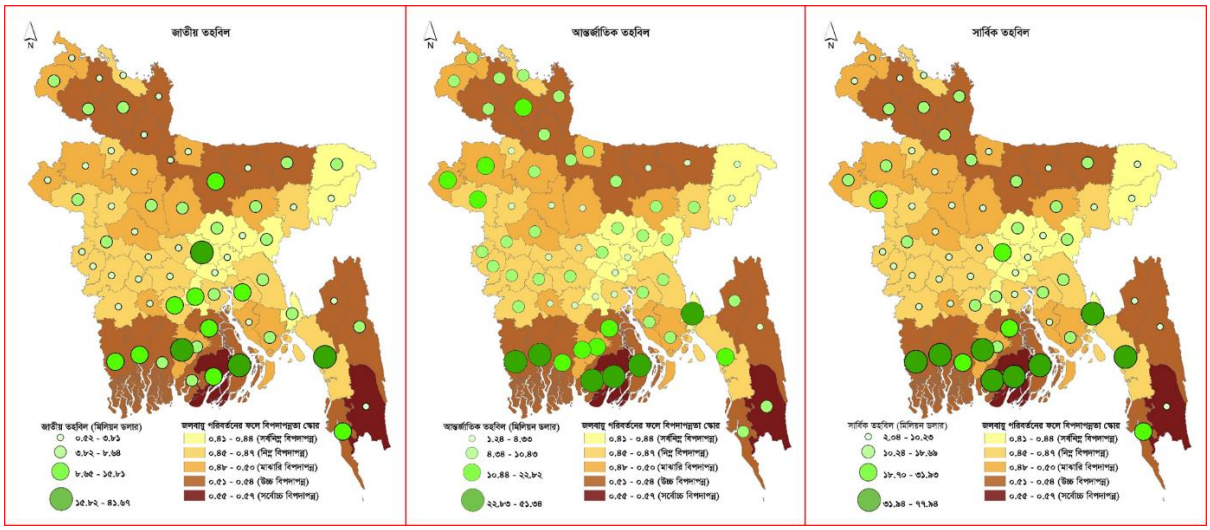

জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যার ভিত্তিতে অসামঞ্জস্যতা

জাতীয় তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন জলবায়ু বিপদাপন্নতার মাত্রা অনুযায়ী হয়নি। কম বিপদাপন্ন জেলাগুলো বেশি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন তুলনামূলকভাবে বেশি বিপদাপন্ন জেলাগুলোর দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

চিত্র ২: জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অনুমোদিত প্রকল্পের ভৌগোলিক বিন্যাসে অসামঞ্জস্যতা (প্রকল্প সংখ্যার ভিত্তিতে)

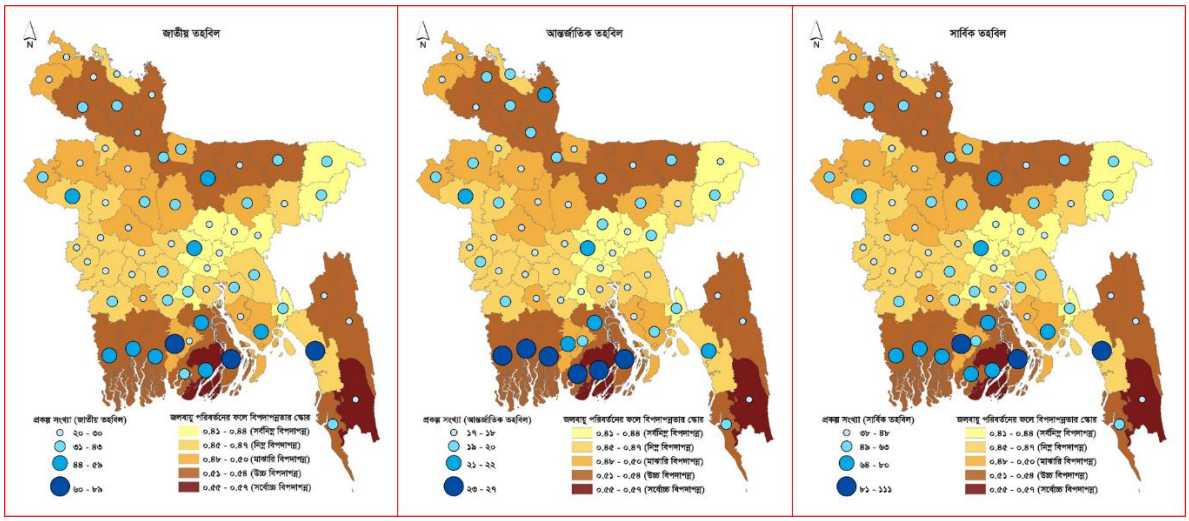

জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতা বিবেচনায় অর্থ বরাদ্দে অসংগতি

জেলাভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের সাথে জেলাভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপদাপন্নতা স্কোরের (Nationwide Climate Vulnerability Assessment-NCVA) সম্পর্ক (correlation) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জেলাভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও জেলাভিত্তিক ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি স্কোর এর সম্পর্কের মান জাতীয় তহবিলের ক্ষেত্রে ০.২ ও আন্তর্জাতিক তহবিলের ক্ষেত্রে ০.৪। অর্থাৎ, অর্থ বরাদ্দ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপদাপন্নতার সঙ্গে সংতিপূর্ণ নয়। এছাড়া, বিপদাপন্ন জেলায় তহবিল বরাদ্দে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, স্পিয়ারম্যান র‍্যাংক কোরিলেশন রেঞ্জ বিবেচনায় ১ এর কাছাকাছি মান হলে জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতা মাত্রা ও অর্থ বরাদ্দের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী, এবং ০ এর কাছাকাছি মান হলে জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতা মাত্রা ও অর্থ বরাদ্দের মধ্যে দুর্বল সম্পর্ক বা প্রায় সম্পর্ক নেই বলে ধারণা করা হয়েছে। সেই বিবেচনায় অর্থ বরাদ্দ বিপদাপন্নতার সাথে সংগতি নিশ্চিত করা হয়নি।

ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় তহবিল থেকে প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা নেই। তহবিলসমূহ থেকে লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন এলাকায় লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড়-সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একইভাবে, তহবিল থেকে বন্যা ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ নয় এমন এলাকায়ও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু বন্যা ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ অনেক এলাকায় কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া, তহবিলসমূহ থেকে খরা প্রবণ নয় এমন জেলায় খরাসংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, খরা প্রবণ এলাকায় খরার প্রভাব মোকাবেলায় প্রকল্প অনুমোদন করা হয়নি। সার্বিকভাবে, তহবিলগুলোতে ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি।

তহবিলসমূহের কার্যকরতা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থ বরাদ্দ

বাংলাদেশে জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় বছরে কমপক্ষে ১২ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। তবে, ২০১৫-২০২৩ সালের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বছরে গড়ে মাত্র ৮৬.২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ হয়েছে যা এক বছরের প্রয়োজনের কেবল ০.৭ শতাংশ। উল্লেখ্য জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি থেকে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে (বার্ষিক ৮.২ শতাংশ হ্রাস পাচ্ছে)। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বার্ষিক বরাদ্দ ৪৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধির হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত।

আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে জলবায়ু খাতে ঋণের প্রাধান্য

ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অনুদানভিত্তিক জলবায়ু তহবিল প্রদানে জোর দেওয়া হলেও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে বাংলাদেশকে তুলনামূলক অধিক ঋণ নিতে হয়েছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বাংলাদেশের জন্য অনুমোদিত জলবায়ু অর্থের ৪৩.৬ শতাংশ ঋণ। তাছাড়া, বাংলাদেশ জলবায়ু খাতে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বাধিক ঋণগ্রহীতা দেশ।

প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের দীর্ঘসূত্রতা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় তহবিলের অর্থ ছাড়ের দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়। অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে, জাতীয় তহবিলে প্রকল্প অনুমোদন থেকে প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য গড়ে ৩৮৮ (n=৪০৯) দিন ব্যয় হয় (সর্বনিম্ন ২২ দিন, সর্বোচ্চ ১ হাজার ৫৬১দিন)। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন থেকে প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য সর্বনিম্ন ৩৩ দিন থেকে সর্বোচ্চ ২ হাজার ১২৮ দিন (n=১৮) ব্যয় হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রম মেইনস্ট্রিমিংয়ে ঘাটতি

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যেমন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এবং কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প গ্রহণে ঘাটতি লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাক্রমে মাত্র ০.৪ শতাংশ (৪টি) প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত ও প্রকল্প বাস্তবায়নে অনাগ্রহ লক্ষণীয়। অন্যদিকে, জলবায়ু তহবিলের অধিকাংশ প্রকল্প অল্প কিছু মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে গৃহীত মোট ৯৪২টি প্রকল্পের ৮৬ শতাংশ তিনটি মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে।

জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র কাঙ্খিত ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতি

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় তহবিলে মধ্যে বিসিসিটি সর্ববৃহৎ হলেও উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণে ব্যর্থতা রয়েছে এবং শুদ্ধাচার ও কাঙ্খিত ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতির কারণে তহবিলটির কার্যকরতা প্রশ্নবিদ্ধ। অন্যদিকে, সীমিত তহবিল নিয়ে শ্রীলঙ্কা ক্লাইমেট ফান্ড পরিচালিত হলেও তহবিলটি তুলনামূলক উদ্ভাবনীমূলক এবং জবাবদিহিমূলক। তহবিলের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কার্বন মার্কেট থেকে অর্থ সংগ্রহ, প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এবং আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন। শুদ্ধাচার নিশ্চিতে পদক্ষেপ এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রম তহবিলটিকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি আদর্শ তহবিলে পরিণত করেছে।

তহবিলের প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে ব্যর্থতা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তহবিলগুলো থেকে স্বল্প মেয়াদের প্রকল্প অনুমোদন করা হলেও তা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। জাতীয় তহবিলের অধিকাংশ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৮৯১টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৪৯টি (৬১.৬ শতাংশ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুমোদনকৃত প্রকল্পের মেয়াদ গড়ে ছিল ৬৪৮ দিন কিন্তু তা বৃদ্ধি করে ১ হাজার ৫১৫ দিন করা হয়েছে, গড় বৃদ্ধি হচ্ছে ৮৬৭ দিন (১৩৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি)। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক তহবিলের ৫১টি প্রকল্পের মধ্যে ২১টি (৪১.২ শতাংশ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনুমোদনকৃত প্রকল্পের মেয়াদ গড়ে ১ হাজার ৯৫৮ দিন থেকে বৃদ্ধি করে ২ হাজার ৯৭৮ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গড় বৃদ্ধি ১ হাজার ০২০ ছিল দিন (৫২.১ শতাংশ বৃদ্ধি)।

তহবিলসমূহের জবাবদিহি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প পরিবীক্ষণে ঘাটতি

বিসিসিটি'র নীতি অনুসারে, প্রত্যেক প্রকল্প নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প সমাপ্তির পর মূল্যায়নের নিয়ম থাকলেও ২৪.৩ শতাংশ প্রকল্প বিসিসিটি কখনো পরিবীক্ষণ করেনি। পরিবীক্ষণের জন্য পরিবীক্ষণ ছক থাকলেও তা ব্যাপকভিত্তিক নয়, এবং রিপোর্টগুলো সংক্ষিপ্ত ও গতানুগতিক। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতা এবং গৃহীত কার্যক্রমের প্রকৃত ফলাফল উঠে আসে না। বিসিসিটি'র বিভাগ ভিত্তিক শাখা অফিস না থাকায় ঢাকা থেকে সকল বিভাগের প্রকল্প কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা প্রায় অসম্ভব। আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প পরিবীক্ষণেও ঘাটতি বিদ্যমান। বিসিসিআরএফ ছাড়া জাতীয় পর্যায়ে কোন আন্তর্জাতিক তহবিলের নিজস্ব প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নেই। পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এবং তহবিল প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান।

জাতীয় তহবিলের প্রকল্প নিরীক্ষার ঘাটতি

বাংলাদেশ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় সরকারি অর্থ ব্যয় এবং সরকারের সব উন্নয়ন প্রকল্পের নিরীক্ষা করলেও বিসিসিটি'র প্রকল্পগুলো নিয়মিত নিরীক্ষা করা হয়না। ২০১৫ সালে একটি প্রকল্পের নিরীক্ষা সম্পাদন হলেও আর কোনো প্রকল্প নিরীক্ষা হয়নি।

জাতীয় তহবিলের প্রকল্প মূল্যায়নের ঘাটতি

বিসিসিটি'র প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন করে না। এছাড়া অধিকাংশ প্রকল্পের তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়নের ঘাটতি রয়েছে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৫৮৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে ৯০টির (১৫.৪ শতাংশ) সংক্ষিপ্ত

মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকি ৪৯৫টি (৮৪.৬ শতাংশ) সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রভাব যাচাই করা হয়নি। উদ্দেশ্যমূলক স্বল্প সংখ্যক ভালো প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত এবং, ক্ষেত্রবিশেষে, আংশিক মূল্যায়নের ফলে প্রকল্পের টেকসই ফলাফল নিশ্চিত এবং ভ্যালু ফর মানি সংক্রান্ত সার্বিক মূল্যায়নের জবাবদিহি ও কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র জবাবদিহির ঘাটতি

তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিসিসিটি'র প্রশ্নবোধক ভূমিকা

তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তির শর্ত নির্ধারণ এবং সেই অনুসারে কার্যক্রম নিশ্চিতে বিসিসিটির কোনো ভূমিকা নেই। প্রকল্পে ঠিকাদার নিয়োগ ও কার্যাদেশ প্রদান, শর্ত অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং কাজের মান নিশ্চিত, প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত নথিসহ আর্থিক ও কারিগরি প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয়ে বিসিসিটির কাছে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কোন জবাবদিহিতা নেই।

নথি ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে ঠিকাদার নিয়োগ ও বিল পরিশোধ সংক্রান্ত নথি এবং প্রকল্প নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিসিসিটিকে সরবরাহ করতে হয় না। এ সকল দায়িত্ব প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার এবং তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বিসিসিটি'র কোনো দায়িত্ব না থাকার দাবি বিসিসিটি কর্মকর্তাদের। ২০০৯ সালে তহবিল প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এসংক্রান্ত কোনো তথ্য বিসিসিটি সংগ্রহ করেনি, এবং এসংক্রান্ত কোনো তথ্য বিসিসিটি'র কাছে নেই। ফলে তহবিল ও এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের কোন প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য ভান্ডার এবং তা আদান প্রদানের ব্যবস্থা নেই।

তহবিল বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা

জাতীয় তহবিলের কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান। বিশেষ করে, প্রকল্প প্রস্তাব, প্রকল্পের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, প্রকল্পের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করা হয় না। আন্তর্জাতিক তহবিলে তথ্য প্রকাশের নীতি ও চর্চা থাকলেও ক্ষেত্র বিশেষে কিছু তহবিল (যেমন পিপিসিআর, এসআরইপি) কর্তৃক আংশিক তথ্য প্রকাশ করা হয়।

তহবিলসমূহের ব্যবহার ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ঘাটতি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় তহবিলের প্রকল্প গ্রহণ ও প্রকল্পের চাহিদা যাচাইয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগণ, আদিবাসী ও নারীদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা হয় না। আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্পের কার্যকারিতা, ফলাফল এবং মূল্যায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করা হয় না। জাতীয় তহবিল ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ সীমিত।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আইন, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প ও তহবিল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত একক কোনো প্লাটফর্ম নেই। ফলে ফোকাল প্রতিষ্ঠানসমূহ, তহবিলসমূহ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘটতি বিদ্যমান। জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং তহবিলসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়েও ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়া, তহবিল, মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক প্রয়োজনীয় তথ্য আদান প্রদানে ঘাটতি বিদ্যমান।

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি

জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি তহবিল পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম

বিসিসিটি বোর্ড কর্তৃক রাজনৈতিক বিবেচনায় তহবিলটির সিংহভাগ অর্থ পদ্মা ব্যাংকের মত অদক্ষ ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে রাখা হয়েছে যা ফেরত পাওয়া নিয়ে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, বিসিসিটির ৭২.৮ মিলিয়ন ডলার উক্ত ব্যাংকে গচ্ছিত থাকলেও ব্যাংকটি নির্ধারিত সময়ে অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ডিপোজিটের ক্ষেত্রে অধিক সুদের হার বিবেচনার কথা বলা হলেও বিকল্প হিসেবে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাংককে বিবেচনা করা হয়েছিল কি না তার কোন প্রমাণ নেই। ট্রাস্টি বোর্ডসহ এ প্রক্রিয়ায় জড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প বাতিল এবং অর্থ অপচয়

প্রকল্প বাস্তবায়ন নকশার ত্রুটিসহ বিবিধ অনিয়মের কারণে বিসিসিটি'র মোট ৩৫টি (৩.৯ শতাংশ) প্রকল্প বাতিল হয়েছে। বাতিলকৃত প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ১৯.৮ মিলিয়ন ডলার যার মধ্যে ছাড় হয়েছিল ০.৭ মিলিয়ন ডলার (n=4)। এছাড়া, বিশ্বব্যাংকের সাথে সার্ভিস চার্জ, প্রকল্প অনুমোদন এবং তহবিল ছাড়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রতা, সমন্বয়ের ঘাটতি এবং মতানৈক্য ইত্যাদি কারণে ২০১৬ সালে বিসিসিআরএফের ১৩ মিলিয়ন পাউন্ড প্রত্যাহার করা হয়েছে।

জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র বরাদ্দ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বার্থের দ্বন্দ্ব

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকারবলে বিসিসিটি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নয় জন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ মোট ১৬ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড প্রকল্প অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বোর্ড চেয়ারম্যানরা তাঁদের নিজ নির্বাচনি জেলায় অধিক প্রকল্প ও বরাদ্দ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ২০১০-২০১৩ সময়কালে একজন সংসদ সদস্য কাম বোর্ড চেয়ারম্যান ২৩.৬ মিলিয়ন ডলার তার নির্বাচনি জেলায় অর্থ অনুমোদন দিয়েছেন। একই সময়ে সমান বিপদাপন্ন সম্পন্ন অনান্য জেলায় গড় বরাদ্দ দিয়েছেন ১.৫ মিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রে, বোর্ড চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে নিজ জেলায় ১,৪৭৩.৩ শতাংশ অধিক বরাদ্দ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, একই সংসদ সদস্য বোর্ড চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে চট্রগ্রামে প্রতি বছর গড়ে ৫.৯ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ গ্রহণ করলেও বোর্ড চেয়ারম্যান না থাকাকালীন সময়ে গড়ে ১.৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ পান।

বিসিসিটি প্রকল্প অনুমোদনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব

নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনৈতিক হস্তক্ষেপ করেন। ক্ষেত্রবিশেষে, কিছু প্রকল্প প্রস্তাব বোর্ড মিটিংয়ের একদিন পূর্বে বিসিসিটিতে জমা হয়, এবং কারিগরি কমিটি নামমাত্র মিটিং করে তা বোর্ডে প্রেরণ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, এসব প্রকল্প পূর্ব থেকেই বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত থাকে বলে তথ্য দাতারা জানান। এছাড়া, বোর্ড চেয়ারম্যানসহ বিসিসিটি থেকে অধিক অর্থ পাওয়া কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করাসহ অনৈতিক হস্তক্ষেপ করেন। বোর্ড চেয়ারম্যান ও সদস্যরা নিজ মন্ত্রণালয় এবং নিজ নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে নিজেদের পরিচিত, পূর্ব নির্ধারিত এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহই অনুমোদন করেন। প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনে বিসিসিটির কোন ভূমিকা নেই এবং বিসিসিটি'র কর্মকর্তারা শুধুমাত্র 'ক্যাশিয়ারের ভূমিকা' পালন করেন বলে দাবি করেন বিসিসিটি কর্মকর্তারা।

> *"তারা সবাই রাজনৈতিক ব্যক্তি, সবাই চায় নিজের এলাকায় প্রকল্প নিতে। নিজের এলাকায় প্রকল্প না গেলে তারা প্রকল্প অনুমোদন করেন না। যে যে এলাকার এমপি বা মন্ত্রী সে সেই এলাকার প্রকল্প নিয়ে আসেন, সেটা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও জোর করেই সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখানো হয়। প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়াতেই দুর্নীতির সূচনা ঘটে। বাস্তবায়ন পর্যায়ের দুর্নীতি তার পরের ধাপ।"* **- বিসিসিটি তহবিল মূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা**

বোর্ড চেয়ারম্যানের মেয়াদকালে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিসিসিটি'র প্রকল্প অনুমোদন

২০১০-২০২৩ পর্যন্ত সময়ে চার জন বোর্ড চেয়ারম্যান দলীয় নেতা কর্মীদের আর্থিক সুবিধা প্রদানসহ রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে অবকাঠামো এবং প্রশমন খিমে সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ করেছেন। রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানদের যোগসাজশে প্রকল্প প্রস্তাবনা বিসিসিটিতে উপস্থাপন করা হয়। তাদের চাহিদা মতো জলবায়ু তহবিলের অর্থ অনুমোদন, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট তথ্য দাতারা জানান। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের সাথে জড়িত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে, সাইনবোর্ড-সর্বস্ব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন না করে বোর্ড চেয়ারম্যান, স্থানীয় নেতাকর্মী এবং ঠিকাদারের যোগসাজশে তহবিল আত্মসাৎ করা হয়েছে দাবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের।

ব্যবসায়িক স্বার্থে বিসিসিটি প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন

২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিসিসিটি বোর্ড মোট ৩৭৩টি প্রকল্প অনুমোদন করে। এর মধ্যে ২১৬টি প্রকল্প পৌরসভাসহ বিভিন্ন স্থানে সৌর সড়ক বাতি নির্মাণ সংক্রান্ত যা এই সময়ে গৃহীত মোট প্রকল্পের ৫৭.৯ শতাংশ। একজন বোর্ড চেয়ারম্যানের ব্যবসায়িক স্বার্থে সৌর সড়ক বাতি নির্মাণে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

বিসিসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিবিধ স্তরে অনিয়ম-দুর্নীতি

অভিযোজনের সাথে সম্পর্কহীন প্রকল্প গ্রহণ: প্রকল্পের অর্থে সাফারি পার্ক ও ইকোপার্ক নির্মাণসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

নিম্ন মানের কাজ সম্পাদন: সৌর বিদ্যুৎ প্যানেলের কার্যকারিতা পাঁচ বছর হলেও স্থাপনের এক বছরের মধ্যেই অনেক প্যানেল অকেজো হয়ে যায়; কখনও কম আলো দেয়, আবার কিছু সময় জ্বলার পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। জালিয়াতির মাধ্যমে অন্য প্রকল্পের সৌর বিদ্যুৎ যন্ত্রাংশ ক্রয়ের নথি হিসেবে প্রদর্শন করে এবং সেই অনুসারে বিসিসিটি থেকে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।

অতিমূল্যায়িত প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন এবং অর্থ আত্মসাৎ: ২০১৯-২০২৩ সালে অনুমোদিত মোট ২১৬টি সৌর সড়ক বাতির অধিকাংশ প্রকল্প প্রস্তাবে যন্ত্রাংশের অতিমূল্যায়ন করে অনুমোদন করা হয়। সার্বিকভাবে ৪৭.১- ৫৭.১ শতাংশ অতিমূল্যায়ন করা হয়। নিম্ন মানের সড়ক বাতি স্থাপন করেও অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে, জার্মানি থেকে সৌর সড়ক বাতির যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য অনুমোদন গ্রহণ করা হলেও চায়না থেকে ক্রয় করা নিম্ন মানের সৌর সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। শুধুমাত্র সৌর সড়কবাতি প্রকল্প থেকে অর্থ আত্মসাতের প্রাক্কলিত পরিমাণ ১৭.০- ২০.৭ মিলিয়ন ডলার।

দরপত্রসহ কার্যাদেশ প্রদানে অনিয়ম: প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের যোগসাজশে দরপত্রে অনিয়ম করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে, ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতামূলক উপায়ে সর্বনিম্ন দরদাতাকে প্রদান করা হয়নি। এক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্প প্রস্তাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন: পোল্ডার ও বাঁধ পুনর্নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব জমা দিলেও বাস্তবে প্রকল্প এলাকায় কোন বাঁধ ও পোল্ডারের অস্তিত্ব না থাকা, এবং বিসিসিটি কর্তৃক কোন প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। নামমাত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং অর্থ আত্মসাৎ। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সুরক্ষা হলেও প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই। প্রকল্পের উদ্দেশ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও প্রকল্প এলাকায় চাষাবাদের জমি নেই। এছাড়া, অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব ও চুক্তিপত্র অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজ সম্পন্ন না করেই প্রকল্প সমাপ্ত দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

প্রকল্প ডিজাইন লঙ্ঘন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন, রাস্তা, ও বাঁধ নির্মাণে অনুমোদিত নকশা অনুসরণ করা হয়নি, ক্ষেত্রবিশেষে, কম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মূল প্রকল্প প্রস্তাবে ৬০০ মিটার খাল খনন ও রক্ষাকরণ কাজ থাকলেও ৩৪৫ মিটার খাল খনন ও পাড় সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩৩০টি নলকূপ ৯৬৫ ফুট গভীরতায় স্থাপনের পরিবর্তে ৬৫০-৭৫০ফুট গভীরে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, অনুমোদিত ডিজাইনের সাথে বাস্তবায়িত কাজের কোন মিল না রেখেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একটি প্রকল্পের জন্য ১.৯২ কিলোমিটার সড়ক এবং ৩৭.৮০ মিটার ড্রেনেজ কালভার্ট নির্মাণের অনুমোদন থাকলেও, বাস্তবে মাত্র ২৫২ মিটার ড্রেনসহ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্প সুবিধাভোগীদের থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণ: উন্নত চুলা প্রদানের জন্য নির্ধারিত ৮০০ টাকার বিপরীতে, ক্ষেত্রবিশেষে ১ হাজার ২০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। বিনামূল্যে নলকূপ প্রদানের কথা সত্ত্বেও, ক্ষেত্রবিশেষে, ১ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

জাতীয় তহবিল/বিসিসিটিতে দুর্নীতির পরিমাণ (প্রাক্কলিত)

২০১০-২০২৪ সময়কালে মোট ৮৯১টি প্রকল্পে তহবিল বরাদ্দ অনুমোদনের পরিমাণ মাত্র ৪৫৮.৫ মিলিয়ন ডলার। ২০১০-২০২৪ সময়কালে মোট দুর্নীতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ২৪৮.৪ মিলিয়ন ডলার বা ২ হাজার ১১০.৬ কোটি টাকা (সারণি ৫)। ট্রাস্টি বোর্ড ও কারিগরি কমিটি'র সদস্যদের যোগসাজশে এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প অনুমোদন হলেও তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বিসিসিটি কর্মকর্তারা তা প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সারণি ৫: বিসিসিটি প্রকল্পে দুর্নীতির পরিমাণ (প্রাক্কলিত)

দুর্নীতির ক্ষেত্র	দুর্নীতির হার (শতাংশ)	দুর্নীতির পরিমাণ (মিলিয়ন ডলারে)	দুর্নীতির পরিমাণ (কোটি টাকায়)
প্রকল্প অনুমোদনে ঘুষ ও অবৈধ লেনদেন	৪.৫	২০.৬	১৭৫.০
যোগসাজশে টেন্ডার, ঠিকাদার নিয়োগ ও সাব-কন্ট্রাক্ট	১৫.৪	৭০.৬	৫৯৯.৯
প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অর্থ আত্মসাৎ	৩২.৯	১৫০.৮	১২৮১.৩

পরিবীক্ষণ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান	১.৪	৬.৪	৫৪.৪
মোট	৫৪.২	২৪৮.৪	২১১০.৬

আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

জিসিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে ঘাটতি বিদ্যমান। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান থেকে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে প্রকল্প অর্থ স্থানান্তর করেন। ঠিকাদার থেকে কার্যাদেশের মোট ২-৩ শতাংশ অর্থ নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করেন। রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে। নিম্ন মানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, পিপিসিআর প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রকৌশলী ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন এবং এলাকায় ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য সুবিধাভোগীদের চাহিদা উপেক্ষা করে নিজ বাড়ি সংলগ্ন স্থানে স্কুল-কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেন। আন্তর্জাতিক তহবিল বাস্তবায়নে এমন নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও তা প্রতিরোধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সরকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সময়/মেয়াদ, বাজেট, বাস্তবায়ন অগ্রাধিকারসহ বিবিধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি। সরকার বাজেট থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করলেও তা মোট বার্ষিক প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় নগণ্য। ফলে, সরকারের নিয়মিত উন্নয়ন কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস এবং টেকসই ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। অন্যদিকে, জলবায়ু তহবিল থেকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকেন্দ্রীক সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং টেকসই ফলাফল অর্জনের সুযোগ থাকলেও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে তা অর্জিত হয়নি।

জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইন ও নীতিমালাতেও দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষকরে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী নয়। সার্বিকভাবে, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন এবং এসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি - প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য বাজেট বরাদ্দ, চাহিদা, ভৌগোলিক বাস্তবতা ও পরিকল্পনা ও নীতির সাথে সংগতিহীন প্রকল্প গ্রহণ, এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতিতে এর প্রতিফলন দেখা যায়। সুশাসনের সব নির্দেশকেই জলবায়ু তহবিলের কার্যক্রমে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায় যেমন- আইন, নীতি ও পরিকল্পপনার দুর্বলতা ও বিভিন্ন নীতি/ নির্দেশিকার অনুপস্থিতি, বিপদাপন্নতার মাত্রা বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দে সামঞ্জস্যহীনতা, তহবিলের অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতার ঘাটতি, তহবিল সংগ্রহ ও ছাড় এবং বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার ফলে কার্যকরতার ঘাটতি, দুর্বল জবাবদিহি কাঠামো ও চর্চা, তথ্য প্রকাশে ঘাটতি, অংশীজনের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ে ঘাটতি, এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপকতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ঘাটতি রয়েছে।

এ খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্দেশ করে এটি দুর্নীতির নতুন একটি সুযোগ (window) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এতে জড়িত বিভিন্ন অংশীজন যেমন- নীতি-নির্ধারক, বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা ও ঠিকাদারসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ ও ঘুষের মাধ্যমে এ খাতে দুর্নীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ফলে, জলবায়ু তহবিল বরাদ্দ ও বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপকতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যর্থতা একদিকে চাহিদার তুলনায় নগণ্য তহবিল বরাদ্দের ব্যাপক অপচয় হয়েছে, এবং অন্যদিকে এসব বরাদ্দ/প্রকল্পের উপযোগিতা/কার্যকরতা এসব তহবিলকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে, এবং ভবিষ্যতে জলবায়ু খাতে অর্থ বরাদ্দ হ্রাস হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

সুপারিশ

১. বিসিসিএসএপি ২০০৯ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ হালনাগাদ করে যুগোপযোগী করতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ট্রাস্ট ফান্ড এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

২. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ সংশোধন করতে হবে;
   - আইনে ট্রাস্টের জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয়ক ধারা সংযোজন করতে হবে।
   - বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের বিধান যুক্ত করতে হবে।

- ট্রাস্ট থেকে কমপক্ষে একজন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাকে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নসংক্রান্ত কারিগরি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল অর্জনে সক্ষম বা ট্রান্সফর্মেটিভ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের আওতায় অর্থ বরাদ্দের সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।
- অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে দেশে প্রচলিত আইন, যেগুলো ট্রাস্টের জন্য প্রযোজ্য, তা সুনির্দিষ্ট করে ট্রাস্ট আইনে উল্লেখ করতে হবে
- আর্থিক ও কারিগরি ব্যবস্থাপক হিসেবে বিসিসিটি'র কর্মকর্তাদের প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তি ও শর্তাবলী নির্ধারণ, প্রকল্প অনুমোদন, প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও অর্থ ছাড়, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প তদারকি, প্রকল্প পরিবীক্ষণ এবং নথি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্ব স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।
- দুর্নীতি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ, অংশীজনের অংশগ্রহণ, তহবিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য উন্মুক্তকরণ, পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ন এবং নিয়মিত নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. রাজস্ব বাজেটের বাইরে বিসিসিটিকে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম যেমন, আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল, কার্বন ট্রেডিং, ক্লিন ডেভলপমেন্ট ম্যাকানিজমসহ বেসরকারি অর্থায়ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহে উদ্যোগ নিতে হবে।

৪. থিমভিত্তিক, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসভিত্তিক, এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে বিসিসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত পথ নকশা প্রস্তুত করতে হবে। পথ নকশায় মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে সেই অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. বিসিসিটির আওতায় স্বল্প মেয়াদি এবং ক্ষুদ্র প্রকল্প অনুমোদন পরিহার করতে হবে। প্রান্তিক এবং দুর্গম ঝুঁকিপূর্ণ জেলা, উপজেলা এবং স্থান যেখানে সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় এমন স্থানে বিসিসিটি থেকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬. বাংলাদেশে বাস্তবায়িত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা করার জন্য একটি পৃথক স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে জলবায়ু তহবিল কার্যকরভাবে পৌঁছানো নিশ্চিতে বিপদাপন্নতার সূচক এবং ভৌগোলিক/স্থানিক ঝুঁকিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৮. জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয় সমন্বয়ের জন্য ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে। সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাসহ অংশীজন সমন্বয় ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৯. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবিধ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষকরে, অবকাঠামো ও সৌর সড়ক বাতিসংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের স্বাধীন তদন্ত করতে হবে।

****